গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নম্বর : ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৬.২৩-৪৫৭

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪২৯ / ২০ মার্চ ২০২৩

বিষয়: নেত্রকোণা পৌরসভার মেয়র জনাব নজরুল ইসলাম খান এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত।

সূত্র : দুর্নীতি দমন কমিশন হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং-০০.০১.০০০০.১০৯.৩৭.০০১.২২-২৬৭, তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নেত্রকোণা পৌরসভার মেয়র জনাব নজরুল ইসলাম খান এর বিরুদ্ধে পৌরসভার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বেনামে ঠিকাদারকে প্রদান করে অর্থ আত্মসাৎ, অবৈধভাবে নিজ আত্মীয়-স্বজনকে পৌরসভায় চাকুরি প্রদান, সন্তানকে পৌরসভার অটোরিক্সার লাইসেন্স প্রদানের দায়িত্ব প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন অনিয়ম অভিযোগের এনে জনাব মজিবুর রহমান জজ, নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ দাখিল করা হয় (কপি সংযুক্ত)।

২। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অবহিত করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক অনুরোধ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

৩। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ জরুরিভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

২০/০৩/২০২৩

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব
ফোন: +৮৮০২৯৫১৪১৪২
ইমেইল: lgpaura1@lgd.gov.bd

পরিচালক
স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
ময়মনসিংহ

অনুলিপি:

১. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ বিভাগ।
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা
৬. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)

দুর্নীতি দমন কমিশন
এনফোর্সমেন্ট ইউনিট
প্রধান কার্যালয়
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা

স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.১০৯.৩৭.০০১.২২-২৬৭

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪২৯
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিষয়: **জনাব নজরুল ইসলাম খান, মেয়র, নেত্রকোণা পৌরসভা এর বিরুদ্ধে পৌরসভা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ নামে বেনামে ঠিকাদারকে প্রদান করে অর্থ আত্মসাৎ, অবৈধভাবে নিজ আত্মীয় স্বজনকে পৌরসভায় চাকরি প্রদান, পৌরসভার কর্মচারী না হওয়া সত্ত্বেও নিজ ছেলেকে পৌরসভা এলাকার অটোরিক্সার লাইসেন্স প্রদানে দায়িত্ব প্রদান, জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদানে অতিরিক্ত অর্থ আদায়সহ বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ।**

সূত্র: দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার এনফোর্সমেন্ট ইউনিট এর নথি নং: ইএন/প্রকা/৯৭, তারিখ: ২৬.০২.২০২৩ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার এনফোর্সমেন্ট ইউনিটে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

০২। এমতাবস্থায়, সংযুক্ত অভিযোগের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিম্নবর্ণিত ই-মেইলে কমিশনকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

প্রতিবেদন প্রেরণের ই-মেইল: report.enforcement.acc@gmail.com

সংযুক্তি: অভিযোগ- ০১ পাতা।

২৭-২-২০২৩
রেজওয়ানুর রহমান
মহাপরিচালক
ফোন: ০২-২২২২২৯০১৩
ইমেইল: dg.admin@acc.org.bd

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.১০৯.৩৭.০০১.২২-২৬৭/১(৩)

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪২৯
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রেরণ করা হলো:

১) পরিচালক (দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল), দুর্নীতি দমন কমিশন।
২) চেয়ারম্যান- এর একান্ত সচিব (মাননীয় চেয়ারম্যানের সানুগ্রহ অবগতির জন্য), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।
৩) অফিস নথি, এনফোর্সমেন্ট ইউনিট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

২৭-২-২০২৩
মোঃ মাসুদুর রহমান
উপপরিচালক

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা
www.acc.org.bd

স্মারক নং ০০.০১.০০০০. ৫০৩.২৬.৫২৭.২২- ১০০৬

তারিখ : ৭/১/২৩

বিষয় : অভিযোগ প্রেরণ (কমিশনের ক্রমিক নং-৩৫, তারিখ:- ১৪/১১/২০২২ খ্রিঃ)।

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত উপপরিচালক, এনফোর্সমেন্ট ইউনিট, দুদক, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করার জন্য কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে বিধিমতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযোগের ছায়ালিপি নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : সংলগ্নীসহ অভিযোগের ছায়ালিপি ০৩ (তিন) পাতা।

০৮.০১.২৩

উত্তম কুমার মন্ডল
পরিচালক
দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল
ফোন : ০২-৪৮৩২০৭২০

উপপরিচালক
এনফোর্সমেন্ট ইউনিট
দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

এনফোর্সমেন্ট পত্র প্রেরণ ইউনিট

ক্রমিক নং ১২
তারিখ ১০/০১/২৩

১০-০১-২৩
M-04
C-02

বরাবর,

চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

বিষয় ঃ নেত্রকোণা পৌরসভার বর্তমান মেয়র নজরুল ইসলাম খান সাহেবের অভূতপূর্ব দুর্নীতির কিছু চাল-চিত্র উল্লেখ পূর্বক সরজমিনে তদন্ত সাপেক্ষে সুবিচার প্রাপ্তির আবেদন।

জনাব,

নিবেদন এই যে, উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে বহুল আলোচিত দুর্নীতির মধ্যে স্বল্প সংখ্যক উল্লেখ করা হইল।

১। পৌরসভার উন্নয়ন প্রকল্প ইচ্ছামত তৈরী ও সিংহভাগ কাজ মেয়র নিজে নামে-বেনামে ঠিকাদার ঠিক করে কাজ শেষ করে বিল গ্রহণ করেন। অথচ সিডিউল অনুসারে কোন কাজ তিনি করেন নাই, বিপুল অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

২। পৌরসভায় নিজের পুত্রবধূ, আপন ভাগ্নি ও নিজ লোকদের চাকুরী দিয়ে অর্থ সংগ্রহের পথকে সুগম ও সহজতর করেছেন। নিকট অতীতে বেশ কিছু নিয়োগে নিয়ম ও যোগ্যতার তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র ১৫/১৬ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে নিয়োগ দিয়ে মেধাবী, যোগ্য, প্রার্থীদের প্রতি অবিচার করে দুর্নীতির বর পুত্র হয়েছেন।

৩। পৌরসভায় চলিত হাজার-হাজার রিক্সা ও অটোর লাইসেন্স প্রদানের দায়িত্ব দিয়েছেন তার পুত্র জামী খানে কাছে। সে পৌরসভার কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী নয়। সরকারের ঘোষিত নির্ধারিত ফিসের বাইরে ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে যে, কোন রিক্সা ও অটোওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলেই প্রমাণিত হবে। চলিত যানবাহন সংখ্যা অনুপাতে ২৫/৩০ হাজার টাকা করে হিসাব করলে ০৯ (নয়) কোটি টাকা অবৈধ পথে বাপ-বেটা মিলে বাণিজ্য করেছে।

৪। পৌরসভার "জন্ম সদন, প্রদানে ভোগান্তির শেষ নেই। সরকারী ফিস দেওয়ার পরেও সুকৌশলে বিলম্ব করে প্রতি সনদ গ্রহণকারীর কাছ থেকে ৪/৫ হাজার টাকা রসিদ ছাড়া আদায় করেছে যা এখনও চলমান আছে। কেউ রশিদ চাইলে "পরে এসে নিবেন" বলে বিদায় করেন।

৫। পৌরসভায় তিতাস কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বাসা বাড়ীতে গ্যাস সংযোগ দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে রাস্তা কর্তনের জরিমানার টাকার কোন হিসাব মেয়র দিতে পারেন নাই। নানা ভাবে পরিলক্ষিত হয়ে যে, বর্তমান মেয়র পৌরসভাকে নিজের বাপ-দাদার "সপিং মল" মনে করে দেদারছে বাণিজ্য করে চলেছেন।

৬। সবচেয়ে তাজ্জব ঘটনা, বনুয়াপাড়া মোড় হইত মদন যাওয়ার রাস্তার উত্তর পার্শ্বে মেয়রের প্রচুর পতিত জমি আছে। অদূর ভবিষ্যতে এখানে বাসা বাড়ী হবে। তাই মেয়র সাহেব পৌরসভার অর্থ দিয়ে তার জমির মাঝখান দিয়ে আর.সি.সি'র বিশাল রাস্তা হাওরের মাঝখান পর্যন্ত নিয়েছেন। বসানো হয়েছে বিদ্যু খুঁটি লাইন। অথচ এই ফাঁকা রাস্তার দুই পাশে একটি বাসা বাড়ীও নাই। শহরের অনেক রাস্তার বেহাল দশা। সেই গুলি মেরামত না করে কেন তিনি নিজ স্বার্থে পৌর অর্থ ব্যয় করেছেন তা জানতে নেত্রকোণার উন্নয়নে নাগরিক আন্দোলন নামের প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মেয়রকে প্রশ্ন করলে তিনি সঠিক কোন উত্তর দিতে পারেন নাই।

৭। নতুন বাসা তৈরী নক্শা অনুমোদন, পানির লাইন সংযোগ, ওয়ারিশান সনদ সহ পৌরবাসীর কাছ থেকে কত পরিমাণ কাল টাকা নিয়েছেন তার হিসাব মেয়র নিজেও দিতে পারবেন না।

৮। পৌরসভার অর্থায়নে মেয়রের বাসা সংলগ্ন রেল লাইনের পার্শ্বে "আধুনিক শিশু পার্ক" তৈরী করা হয়। প্রথমত বাংলাদেশ রেলওয়ের জায়গায় বিনা অনুমতিতে স্থাপন করা হয়। শিশু পার্কের ছাউনী, দোলনা সহ প্রমোদ সামগ্রী কত নিম্নমানের তা ৪/৫ মসের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। অধিকাংশ সামগ্রী এখন ভাংগারীর দোকানে। ব্যয় বহুল এই শিশু পার্কের বাজেট কত? কেউ জানে না। কত টাকা শিশু পার্ক থেকে মেয়র পকেটস্থ করেছেন তা সরজমিনে দেখলেই চুরি ধরা পড়বে। মেয়র ও তার দুই ছেলে কত শত কোটি টাকার মালিক তা ব্যাংক হিসাব দেখলেই কালো বিড়াল বেরিয়ে আসবে।

পরিশেষে বলব, উল্লেখিত দুর্নীতির প্রতিটি ঘটনা সর-জমিনে তদন্ত করলেই শত ভাগ প্রমাণিত হবে। নেত্রকোণার সচেতন মহলের দাবী অনতিবিলম্বে তদন্ত শুরু হবে। দুর্নীতি প্রমাণিত হবে। দুর্নীতিবাজ মেয়র শাস্তি পাবে।

নিবেদক
নেত্রকোণার সচেতন নাগরিকদের পক্ষে-

মতিবুর রহমান [illegible]
প্রতিবেদক [illegible] (বঙ্গবন্ধু [illegible] প্রতিবাদকারী)
01816 519760
গ্রাম: কাইলী-
ওয়ার্ড নং - ৭ (সাত)
নেত্রকোনা পৌরসভা নেত্রকোনা।

নেত্রকোণা উন্নয়নে নাগরিক আন্দোলন

কার্যালয় পূর্ব কাটলী, নেত্রকোণা।

স্থাপিত-২০০৯ইং

তারিখ: ১০/০[illegible]/২০১[illegible]

স্মারক-

বরাবর,
মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়, ঢাকা।

বিষয়: UGIIP-III (Urban Governnance and Infrastructure Improvement Project) এর অধীনে নেত্রকোণা পৌর এলাকার মোক্তারপাড়া ব্রিজ হইতে রাজুর বাজার ব্রিজ পর্যন্ত সড়কের আরসিসি ঢালাই কাজ সিডিউল বহির্ভূতভাবে ও দূর্নীতি অনিয়মের মাধ্যমে [illegible] আবেদন প্রসঙ্গে।

মহোদয়,
উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে এই মর্মে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত সড়কটি নেত্রকোণা পৌর [illegible] প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। উক্ত সড়ক নির্মাণে পৌর কর্তৃপক্ষ সিডিউল বহির্ভূতভাবে [illegible] জায়গায় ৮ ইঞ্চি এবং দুটি রডের খাঁচার পরিবর্তে একটি খাঁচা ব্যবহার করে রাস্তা নির্মাণ করে [illegible]। এতে রাস্তার মান যেমন নিম্নমান হচ্ছে তেমনি তার স্থায়িত্ব নিয়ে পৌর নাগরিকবৃন্দ সংশয় প্রকাশ করছেন।

এমতাবস্থায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আইনানুগ নির্দেশনা প্রদান সাপেক্ষে বাধিত করবেন।

বিনীত
নেত্রকোনা পৌরবাসীর পক্ষে

নাম	স্বাক্ষর
১. এড. সাদির উদ্দিন আহমেদ	-
২. অধ্যাপক [illegible]	-
৩. ডা: এম.এ. হামিদ খান	-
৪. লে: কর্নেল এ. নূর খান	-
৫. অধ্যাপক [illegible]	-
৬. অধ্যাপক মোস্তফা আমান	-
৭. শ্যামলেন্দু পাল	
৮. হায়দার জাহান চৌধুরী	-
৯. খন্দকার আনিসুর রহমান	-
১০. মোজাম্মেল হক [illegible]	-
১১. এড. [illegible]	-
১২. [illegible]	
১৩. মোঃ [illegible]	-
১৪. [illegible]	

১৫।

১৬।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা
গ্রহণের নিমিত্তে অনুলিপি প্রদান করা হল:

১। মাননীয় সচিব, স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। জনাব সাজ্জাদুল হাসান, (অতিরিক্ত সচিব) [illegible]-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।
৪। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।
৫। পুলিশ সুপার, নেত্রকোণা।
৬। সম্পাদক, প্রেসক্লাব, নেত্রকোণা।
৭। দৈনিক .... জেলা প্রতিনিধি।

নয়া দিগন্ত

শুক্রবার
ঢাকা, ২৪ পৌষ ১৪২৭
২৩ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪২
৮ জানুয়ারি ২০২১
রেজি. নং ডিএ ৪০০৫
বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২২০, পৃষ্ঠা ১২

মূল্য ১০ টাকা

www.dailynayadiganta.com ■ www.enayadiganta.com ■ facebook.com/nayadiganta

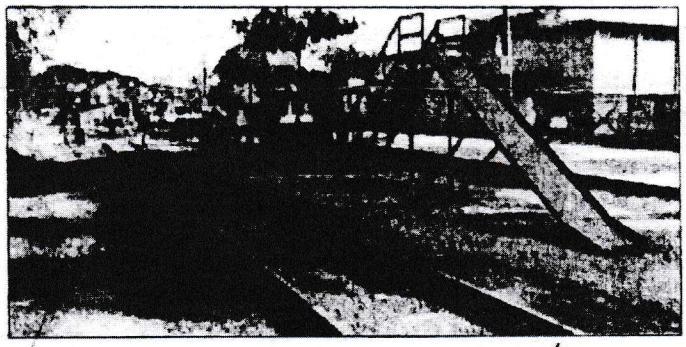

নেত্রকোনায় রেললাইনে পৌর শিশুপার্ক

● নেত্রকোনা সংবাদদাতা

রেলওয়ের জায়গা দখল করে রেললাইনের ওপর পৌর শিশুপার্ক নির্মাণ করেছে নেত্রকোনা পৌরসভা। এতে নেত্রকোনা কোর্ট স্টেশন থেকে অন্তত আধা কিলোমিটার রেললাইনে মালবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। নেত্রকোনা শহরের উকিল পাড়ার পৌরমেয়র নজরুল ইসলাম খানের বাসার সামনে মালবাহী রেললাইনের ওপর এই পৌর শিশুপার্কটি নির্মাণ করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, নেত্রকোনায় শিশুদের নির্মল আনন্দ ও খেলাধুলার জন্য জায়গা ক্রয় করে একটি শিশুপার্ক নির্মাণের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। কিন্তু জায়গা ক্রয় না করে মাত্র কয়েক লাখ টাকায় নেত্রকোনা পৌরমেয়র নজরুল ইসলাম খান তার বাসার সামনে শহরের উকিল পাড়ার কোর্ট স্টেশনের পাশে রেলওয়ের জায়গা দখল ■ ৯ম পৃ: ৭-এর কলামে

নেত্রকোনায় রেললাইনে পৌর শিশুপার্ক

৩য় পৃষ্ঠার পর

করে মালবাহী ট্রেনের লাইনের ওপর পৌর শিশুপার্ক নির্মাণ করেন। ২০১৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ওই শিশুপার্কটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। এতে রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সাধারণের মাঝে অসন্তোষ শুরু হয়।

রেললাইনের ওপর পার্কটি নির্মাণ করায় মালবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বন্ধ হয়ে যায় ট্রেনে মালামাল পরিবহনও। এতে সরকার হারায় বিপুল পরিমাণ রাজস্ব। এক পর্যায়ে পার্কের পাশের ব্রিটিশ আমলের গুদামটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। পরে রেললাইনসহ রেলের অবশিষ্ট জায়গা ও মালগুদামটি যে যার মতো ভোগ দখল শুরু করে। ২০১৯ সালের ১০ ডিসেম্বর একটি তদন্ত টিম রেলের জায়গা দখল করে নির্মিত শিশুপার্কটি পরিদর্শন করে অসন্তোষ প্রকাশ করে। এ বিষয়ে রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অবৈধভাবে নির্মিত পার্ক সরিয়ে নেয়ার জন্য পৌরমেয়র নজরুল ইসলাম খানকে নোটিশ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি কর্ণপাত না করায় তার বিরুদ্ধে একটি বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় তদবিরের অভাবে মামলাটি এখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে বলে রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়।

নেত্রকোনা জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি হাবিবুর রহমান খান রতন বলেন, জনস্বার্থ বিঘ্নিত করে সরকারি জায়গা দখল করে কোনো অবস্থায় রেললাইনের ওপর পার্ক নির্মাণ করা যায় না। এ বিষয়ে দ্রুত সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং রেললাইনটি আবার চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান তিনি। এই রেলপথ তত্ত্বাবধানকারী গৌরীপুর জংশনের আই ডব্লিউ অহিদুল ইসলাম জানান, রেলের জায়গা দখল করে শিশুপার্ক নির্মাণ করায় মেয়র নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু তদবিরের অভাবে মামলাটি এখন ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এ বিষয়ে পৌরসভার কেউ কোনো ধরনের মন্তব্য করতে রাজি হননি।